মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা)
৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
বড় মগবাজার, রমনা
ঢাকা-১২১৭।

মুজিববর্ষের উপহার
ক্ষুদ্র অর্থায়নে দারিদ্র্য মুক্তির অঙ্গীকার

এমআরএ/সার্কুলার লেটার নং-৫৮

তারিখ: ০৯ আষাঢ় ১৪২৭ বাংলা
২৩ জুন ২০২০ ইংরেজী

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সকল সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান।

বিষয়ঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ শ্রেণীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ২২ মার্চ/২০২০ তারিখে অথরিটির সার্কুলার/লেটার নং-৫৩ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় উল্লেখিত সার্কুলার/লেটারের মাধ্যমে ঋণ শ্রেণীকরণের বিষয়ে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল যে, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৪ অনুসরণে ০১ জানুয়ারী/২০২০ তারিখে ঋণের শ্রেণীমান যা ছিল, আগামী ৩০জুন/২০২০ পর্যন্ত উক্ত ঋণ তদাপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যাবে না। তবে কোন ঋণের শ্রেণীমানের উন্নতি হলে তা বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী শ্রেণীকরণ করা যাবে।

৩। কোভিড-১৯ এর কারণে অর্থনীতির অধিকাংশ খাতই ক্ষতিগ্রস্ত এবং এর নেতিবাচক প্রভাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা দেখা দেওয়ায় শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাত তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। বর্ণিত বিষয়াবলী বিবেচনায় এবং ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় মাত্রায় রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ও ঋণ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণীয় হবে:

ক। ০১ জানুয়ারী/২০২০ তারিখে ঋণের শ্রেণীমান যা ছিল ছিল, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত উক্ত ঋণ তদাপেক্ষা বিরূপমানে শ্রেণীকরণ করা যাবে না। তবে কোন ঋণের শ্রেণীমানের উন্নতি হলে তা বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী শ্রেণীকরণ করা যাবে। অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক অক্ষমতার কারণে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলেও তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে আগামী ৩০ সেপ্টম্বর/২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্য কোন কিস্তি/ঋণকে বকেয়া/খেলাপী দেখানো যাবে না।

খ। এই সংকট সময়ে এমএফআই কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাদেরকে কিস্তি পরিশোধে বাধ্য করা যাবে না। তবে কোন আগ্রহী সক্ষম গ্রাহক ঋণের কিস্তি পরিশোধে ইচ্ছুক হলে সে ক্ষেত্রে কিস্তি গ্রহণে কোন বাধা থাকবে না।

০৪। এছাড়া গ্রামীণ ক্ষুদ্র অর্থনীতির চাকা সচল রাখার স্বার্থে অথরিটি কর্তৃক ইতোপূর্বে জারিকৃত সার্কুলার/লেটার নং-৫৭, মে/২০২০ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় উত্তোলন/ফেরত, জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, রেমিটেন্স সেবা ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ৫৭ নং সার্কুলারে উল্লেখিত অন্যান্য নির্দেশনাবলী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে।

০৫। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯(চ) ও ধারা ৪৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এ নির্দেশনা জারী করা হলো।

০৬। এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

২৩.০৬.২০

(লক্ষণ চন্দ্র দেবনাথ)
নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
ফোনঃ ৮৩৩২৬৭৭

নম্বর- ৫৩.০৪.০০০০.২১.২২.০০৩.২০-১১৫৬(৭৫৯)(১১)

তারিখঃ২৩/০৬/২০২০ইং

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :-

১. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৫. রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৮. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৯. পিএস টু গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা (গভর্নর মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
১০. পিএস টু প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব (প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
১১. পিএস টু মন্ত্রিপরিষদ সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)

(মুহাম্মদ মিজানুর রহমান)
উপপরিচালক
মোবাঃ০১৫৫২৪৪০৯২১